প্রথম আলো

তারিখ ... 9 APR 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

আজকের এইচএসসি পরীক্ষা ১৩ এপ্রিল

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষ শুরুর পর থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে পারছে না। হরতালের কারণে একের পর এক ক্লাস-পরীক্ষা পেছানো হচ্ছে। ফলে সেশনজট বাড়তে শুরু করেছে। চলমান পরিস্থিতিতে লাখ লাখ শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

এসএসসির পর এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাও হরতালের কবলে পড়েছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলের ডাকা হরতালের কারণে আজ মঙ্গলবারের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষা হবে ১৩ এপ্রিল শনিবার। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* এই তথ্য জানান। তাঁর মতে, যারা হরতাল ডেকে নতুন প্রজন্মের ক্ষতি করছে, তারা জাতির সর্বনাশ করছে।

শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা আশঙ্কা করে বলছেন, বারবার অনুরোধ করার পরও পরীক্ষার মধ্যে হরতাল দেওয়া হচ্ছে; তাই পরীক্ষা কবে শেষ হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

ঢাকা বোর্ডসহ শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, পরীক্ষা পেছানোর কারণে ফল প্রকাশও দেরি হতে পারে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষাও পেছাতে পারে। কারণ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেন।

গত জানুয়ারিতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও বিদ্যালয়গুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এখন পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক মাসও ক্লাস হয়নি। শিক্ষাবর্ষ শুরুর পর থেকেই একের পর এক হরতাল ও সহিংসতা চলছে। ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগ থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরীক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষার মধ্যে হরতাল ও ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন।

মিরপুরের একজন অভিভাবক *প্রথম আলোকে* বলেন, হরতালে অফিস-আদালত খোলা থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঠিকই বন্ধ থাকছে। এতে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে সেশনজট বাড়তে শুরু করেছে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের দিনে ক্লাস নিয়ে ক্ষতি পোষানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। কারণ অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি থাকে এক দিন (শুক্রবার)। কিন্তু সপ্তাহে হরতাল হচ্ছে আরও বেশি।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন 'হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে আমরা সবার সহযোগিতা চাই।'